রমজান ও পরবর্তী সময়ে করণীয়

(বাংলা)

رمضان وما بعده

((باللغة البنغالية))

সংকলন : আবুল কালাম আজাদ

تأليف: أبو الكلام أزاد

সম্পাদনা : নুমান আবুল বাশার

مراجعة: نعمان أبو البشر

2011 - 1432

IslamHouse.com

রোজার তাৎপর্য :

রোজা ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ এবং ইসলামি শরিয়তের গুরুত্বপূর্ণ এবাদত। আল্লাহ তাআলা বলেন :—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ البقرة

হে ইমানদারগণ ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার। সূরা বাকারা : ১৮৩

উল্লেখিত আয়াতে রোজা ফরজ হওয়ার সাথে সাথে এর উদ্দেশ্য সম্পর্কেও জানতে পারি। আর তা হল তাকওয়া অর্জন। সুতরাং বুঝতে হবে শুধুমাত্র দিনের বেলায় পানাহার বর্জন করার নামই রোজা নয় বরং রোজা হল পানাহার বর্জন করার সাথে সাথে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সর্ব প্রকার পাপাচার, অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রেখে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় আজ রোজার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা না থাকার কারণে যেভাবে আমাদের নৈতিক পরিবর্তন হওয়ার কথা ছিল সেভাবে হচ্ছে না। তাই আমরা সংক্ষিপ্তাকারে কোরআন ও হাদিসের আলোকে রোজার তাৎপর্যও বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েল তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং যাদের সহায়তায় আমরা এ কাজ করেছি আল্লাহ তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ দান করুন।

রোজার সংজ্ঞা :

ইসলামি পরিভাষায় রোজা হল সেহরির শেষ সময় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার পানাহার, যৌনক্রিয়া ও রোজার পরিপন্থী যাবতীয় কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা।

রোজার হুকুম :

সমস্ত উম্মত এ কথার উপর ঐকমত্য পোষণ করেন যে, রমজান মাসের রোজা ফরজ। যদি কোন ব্যক্তি শরয়ি ওজর ছাড়া রোজা রাখা হতে বিরত থাকে, তাহলে সে কবিরা গুনাহে লিপ্ত হল। রোজা ফরজ হওয়ার প্রমাণ—আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন :—

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴿١٨٥﴾البقرة

কাজেই তোমাদের মাঝে যে লোক মাসটি পাবে, সে যেন রোজা রাখে। সূরা বাকারা-১৮৫

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :—

بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و صوم رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا . متفق عليه

ইসলামের স্তম্ভ ৫টি :—একথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত আর কোন ইলাহ বা মাবুদ নেই। মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। নামাজ কায়েম করা। জাকাত আদায় করা। রমজানের রোজা রাখা। হজ করা। মুসলিম

মাহে রমজানের ফজিলত

* এ মাসে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক রজনিতে অসংখ্য মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :—

ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. أخرجه الترمذي

এ মাসের প্রতি রাতে আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম থেকে বহু মানুষকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। তিরমিজি

* এ মাসেই আল্লাহ তাআলা জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেন এবং জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধকরে দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :—

إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وأغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين رواه مسلم

'যখন রমজান মাসের আগমন ঘটে তখন জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদের আবদ্ধ করা হয়।' মুসলিম

* এ মাসের মাঝেই রয়েছে কদরের রাত, যে রাতের এবাদত হাজার মাসের এবাদতের চেয়েও উত্তম। আল্লাহ তাআলা বলেন :—

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾ القدر

লাইলাতুল কদর সহস্র মাস অপেক্ষা উত্তম [৩ কদর]। এ মাসেই আল্লাহ তাআলা মহা গ্রন্থ পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :—

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ﴿١٨٥﴾ البقرة

'রমজান মাস, এতে নাজিল হয়েছে আল-কোরআন।

রোজার ফজিলত

* আল্লাহ অন্যান্য আমলের তুলনায় রোজার আমলকে বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং আল্লাহ স্বয়ং রোজার প্রতিদান দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তাআলা হাদিসে কুদসিতে বলেন :—

كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. رواه مسلم

'মানুষের প্রতিটি কাজ তার নিজের জন্য হয়ে থাকে, কিন্তু সিয়াম শুধু আমার জন্য, আমিই তার প্রতিদান দেব।' মুসলিম

* রোজা পালনে গুনাহ মাফ হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :—

من صام رمضان إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه

ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় যে ব্যক্তি রোজা পালন করে তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়। বোখারি, মুসলিম

* রোজা কিয়ামতের দিন রোজাদারের জন্য সুপারিশ করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :—

الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، و يقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال: فيشفعان (رواه أحمد)

রোজা এবং কোরআন কিয়ামত দিবসে বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোজা বলবে, হে রব ! আমি তাকে পানাহার ও কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রেখেছি। সুতরাং তুমি তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ কর। আহমদ

* রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মেশকের চেয়েও অধিক পছন্দনীয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :—

والذي نفس بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك رواه الشيخان

ঐ সত্তার কসম ! যার হাতে মোহাম্মদের জীবন, রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মেশকের চেয়েও অধিক পছন্দনীয়। বোখারি, মুসলিম

* রোজা দোজখের আগুন থেকে বাঁচার জন্য ঢাল স্বরূপ।

إنما الصيام جنة يستجن به العبد من النار مسند أحمد

নিশ্চয় রোজা ঢাল স্বরূপ, এ-দ্বারা বান্দা জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পায়। আহমদ

রোজার উপকারিতা

* তাকওয়া অর্জন।

* শয়তানের কর্তৃত্ব দুর্বল হয়। কারণ যখনই মানুষ কম খায় তখন তার প্রবৃত্তির চাহিদা দুর্বল হয়ে যায়। ফলে সে গুনাহের কাজ হতে বিরত থাকে।

* গুনাহ্-পাপাচার থেকে অঙ্গ -প্রত্যঙ্গের সংরক্ষণ করে।

* ধৈর্যের অনুশীলন : কারণ রমজান মাস ধৈর্যের মাস।

* রোজা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

* রোজা জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য ঢাল স্বরূপ।

* রোজা গরিব দু:খীদের দু:খ-দুর্দশা অনুধাবন করতে এবং তা লাঘবে এগিয়ে আসতে ধনীদের উৎসাহ জোগায়।

রোজা ভঙ্গের কারণসমূহ

১। সহবাস : কেউ রোজাবস্থায় সহবাস করলে রোজা ভেঙে যাবে এবং তার ওপর কাজা ও কাফ্ফারা উভয়টিই ওয়াজিব হবে।

কাফ্ফারা হল একাধারে দুইমাস রোজা রাখা অথবা এক জন গোলাম আজাদ করা কিংবা ৬০ জন মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো।

২। রমজান মাসের দিনের বেলায় ইচ্ছাকৃত পানাহার। আল্লাহ তাআলা বলেন :—

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

البقرة ﴿١٨٧﴾

আর পানাহার কর যতক্ষণ না কালো রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। সূরা বাকারা:১৮৭

৩। সহবাস ছাড়া অন্য যে কোন পন্থায়—যেমন : চুম্বন,স্পর্শকরণ ও হস্তমৈথুন—ইত্যাদির মাধ্যমে বীর্যপাত ঘটানো।

৪। পানাহারের বিকল্প উপায় গ্রহণ করা, যেমন: রক্ত গ্রহণ স্যালাইন গ্রহণ, এমন ইঞ্জেকশন যা আহারের কাজ করে যথা—গ্লুকোজ ইঞ্জেকশন।

৫। ইচ্ছাকৃত বমি করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:—

من استقاء عمدا فليقض. رواه مسلم

যে ইচ্ছাকৃত বমি করে সে যেন পরবর্তীতে রোজা কাজা করে। মুসলিম

৬। মহিলাদের হায়েজ (ঋতুস্রাব) ও নেফাস (প্রসব জনিত রক্তক্ষরণ) হওয়া, এমনকি ইফতারের কিছু সময় পূর্বে হলেও রোজা ভেঙে যাবে।

যে সব কারণে রোজা ভঙ্গ হয়না

- ভুলবশত পানাহার। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:—

من نسي و هو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فأنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه

যদি কোন ব্যক্তি রোজা অবস্থায় ভুলবশত পানাহার করে ফেলে সে যেন তার রোজা পূর্ণ করে, কেননা আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন।

- অনিচ্ছাকৃত বমি করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:—

من ذرعه القيء فليس عليه شيء.

যার অনিচ্ছাকৃত বমি হয়েছে তার রোজা কাজা করার প্রয়োজন নেই। মুসলিম

- রোজা অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে।
- রোগের কারণে উত্তেজনা ব্যতীত বীর্য নির্গত হলে।
- স্ত্রী চুম্বন অথবা আলিঙ্গন করার কারণে রোজা ভঙ্গ হবে না।

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোজা অবস্থায় তাকে চুম্বন করতেন। বোখারি,মুসলিম

কিন্তু যে ব্যক্তি চুম্বন বা আলিঙ্গনের কারণে উত্তেজিত হয়ে নিজেকে সংযত রাখতে পারবে না, তার জন্য স্ত্রী চুম্বন ও আলিঙ্গন করা মাকরূহ।

রোজার মধ্যে করণীয়

- সেহরি খাওয়া এবং বিলম্বে সেহরি খেতে চেষ্টা করা। কারণ সেহরি খাওয়া রাসূলের সুন্নত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :—

تسحروا فإن في السحور بركة. رواه البخاري

তোমরা সেহরি খাও, কারণ সেহরির মাঝে বরকত রয়েছে। (বুখারী)

- যথাসম্ভব সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করা, বিলম্ব না করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :—

لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. رواه البخارى

মানুষ ঐ সময় পর্যন্ত কল্যাণের উপর থাকবে যতক্ষণ তারা শীঘ্র (বিলম্ব না করে) ইফতার করবে। বোখারি

- কল্যাণমূলক কাজ বেশি বেশি করা।
- বেশি বেশি কোরআন তিলাওয়াত এবং আল্লাহর জিকির করা।

- কম খাওয়া, কম ঘুমানো।
- গরিব-দু:খী অসহায় মানুষের খোঁজ খবর নেয়া এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি ও দয়া করা।
- ধৈর্যের অনুশীলন করা।
- দুনিয়ার ব্যস্ততা কমিয়ে আখেরাতের প্রতি ধাবিত হতে চেষ্টা করা।
- জান্নাতের প্রার্থনা করা এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি চাওয়া।
- বেশি বেশি করে আল্লাহর নিকট দোয়া-মুনাজাত করা এবং গুনাহ মাফের জন্য কান্নাকাটি করা।
- রোজাদারকে ইফতার করানো।
- রমজান মাসের মধ্যে ওমরা পালন করা।
- এতেকাফ করা।

রমজানের শেষ দশকের ফজিলত

আল্লাহ তাআলা শেষ নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মতকে কিছু উত্তম মৌসুম বা সময়ের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন, এর দ্বারা বান্দার মন-প্রাণ আল্লাহর দিকে ধাবিত হয়, ফলে সে নেক আমল করতে আগ্রহী হয় ।এমন উত্তম মৌসুম হচ্ছে রমজান মাসের শেষ দশক। এ দিনগুলোতে বান্দা ইচ্ছা করলে তার চেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন করে নিতে পারে। আর সেটা সম্ভব হবে বেশি বেশি নেক আমল দ্বারা, যেমনটি করতেন আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। উম্মুল মোমিনীন আয়েশা (রা.)থেকে বর্ণিত :—

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم

রমজান মাসের শেষ দশকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত বেশি এবাদত করেছেন যা অন্য সময়ে করেননি। মুসলিম। আয়েশা (রা.) আরো বর্ণিত—

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد بالعمل الصالح فيها أكثر من غيرها (صحيح مسلم)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের শেষ দশকে অন্য সময়ের চেয়ে বেশি করে আমলে সালেহ করতেন। অর্থাৎ বেশি বেশি করে কোরআন তিলাওয়াত, নামাজ, জিকির ও দোয়ার মাধ্যমে রাত জাগতেন। তারপর সেহরি খেতেন। অন্য আরেকটি হাদিসে বর্ণিত: আয়েশা রা. বলেন :—

أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر، وأحيا الليل، وأيقظ أهله، وجد و شد المئزر. رواه البخاري ومسلم

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের শেষ দশকে রাত জেগে এবাদত করতেন এবং পরিবারবর্গকেও জাগিয়ে নিতেন। এবং এবাদতে পূর্ণ রূপে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। বোখারি, মুসলিম
রমজানের শেষ দশকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতেকাফ করতেন এবং এ এতেকাফের জন্য মসজিদের নির্জন স্থান বেছে নিয়ে ল্লাহর নৈকট্য হাসিলের চেষ্টা করতেন। এমনকি দাওয়াত, তালিম ও জিহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বে ও এতেকাফ করতেন। ইবনে উমর রা.-এর হাদিস তা প্রমাণ করে। তিনি বলেন:—

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. رواه مسلم

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের শেষ দশকে এতেকাফ করতেন। মুসলিম।

এ ছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদকাতুল ফিতর আদায় করতে আদেশ করতেন।

এতেকাফ

এতেকাফ একটি গুরুত্বপূর্ণ এবাদত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের পূর্ব-পর্যন্ত নিয়মিত এতেকাফ করেছেন। পরবর্তীতে তাঁর সাহাবিগণ এ ধারা অব্যাহত রেখেছেন।
বর্তমানে মুসলিম উম্মাহর মাঝে এ ব্যাপারে শিথিলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। যা মোটেই কাম্য নয়। অনেকের এ বিষয়ে ন্যূনতম ধারণাও নেই। বিলুপ্ত-প্রায় এ আমলটির মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ আবারও যেন পূর্বের ধারায় ফিরে আসতে পারে সেজন্য কিছু আলোচনা করা হলো।

এতেকাফের সংজ্ঞা

একাগ্রচিত্তে আল্লাহ তাআলার এবাদতের উদ্দেশ্যে বিশেষ পন্থায়, বিশেষ নিয়তে মসজিদে অবস্থান নেয়াকে এতেকাফ বলে।

এতেকাফের হুকুম

রমজানের শেষ দশকে এতেকাফ করা সুন্নত। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾ البقرة

আমি ইবরাহীম ও ইসমাইলকে নির্দেশ দিয়েছি, তোমরা আমার ঘর পবিত্র করবে তাওয়াফকারী, এতেকাফকারী ও রুকু-সেজদাকারীদের জন্যে। সূরা বাকারা-১২৫

উম্মুল মোমিনীন আয়েশা (রা.) বলেন—

كان النبي صلى الله يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عزوجل ثم أزواجه من بعده .(رواه البخارى ومسلم)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের পূর্ব-পর্যন্ত রমজানের শেষ দশকে নিয়মিত এতেকাফ করতেন। তার পরে তাঁর স্ত্রী-গণ এতেকাফ করতেন। বোখারি, মুসলিম।

এতেকাফের তাৎপর্য

এতেকাফের অনেক তাৎপর্য রয়েছে। যেমন :—

- আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ।
- অহেতুক কথা ও কুপ্রবৃত্তির তাড়না থেকে সংযত থাকা।

লাইলাতুল কদর তালাশ করা

এটিই ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এতেকাফের মূল লক্ষ্য। বিশিষ্ট সাহাবি আবু সাঈদ খুদরি রা.-এর হাদিস তাই প্রমাণ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه.

আমি এ রজনি তালাশ করতে গিয়ে প্রথম দশকে এতেকাফ করেছি। অত:পর দ্বিতীয় দশকে। পরে আমাকে বলা হল যে এ রজনি শেষ দশকে। অতএব তোমাদের মাঝে যে এতেকাফ করতে চায় সে যেন তা করে। এর পর লোকেরা তাঁর সাথে এতেকাফ করেছে। মুসলিম।

মসজিদে অবস্থানের অভ্যাস গড়া

এতেকাফের মাধ্যমেই বান্দা স্বীয় হৃদয় মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত করণের উপায় খুঁজে পায় এবং তা অভ্যাসে পরিণত করতে সক্ষম হয়।

যে সাত শ্রেণির লোকেরা আরশের ছায়ার নীচে আশ্রয় পাবে—তাদের মধ্যে এক শ্রেণি হচ্ছে :—رجل قلبه معلق في المساجد. البخاري এমন ব্যক্তি যার হৃদয় মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। বোখারি, মুসলিম।

দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্তি ও বিলাসিতা পরিত্যাগ করা :

এতেকাফকারী তার দুনিয়াবী ব্যস্ততা থেকে দূরে থাকে এবং এতেকাফস্থলে দুনিয়ার ভোগ সামগ্রী থেকে নিরাসক্ত হয়ে কেমন যেন অপরিচিত হয়ে যায় ঐ পথিকের ন্যায় যে গাছের ছায়ায় কিছু সময় বিশ্রাম নেয়ার পর তা ত্যাগ করে চলে যায়।

ক্ষতিকর বদ-অভ্যাস ও কুপ্রবৃত্তি দুরিকরণে নিজেকে তৈরিকরণ।

এতেকাফের বিশেষ কিছু আহকাম

এতেকাফস্থলে প্রবেশ করা ও বের হওয়ার সময় :

রমজানের শেষ দশকের এতেকাফকারীর জন্যে উত্তম হল, বিশ তারিখের সূর্যাস্তের পূর্বেই এতেকাফ স্থলে প্রবেশ করা। কেননা এতেকাফের মূল লক্ষ্য হল লাইলাতুল কদরের অনুসন্ধান, যা শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আর একুশতম রাত এরই অন্তর্ভুক্ত।

মসজিদ হতে বের হওয়ার বিধানঃ

* এতেকাফকারী যদি বিনা ওজরে মসজিদ থেকে পূর্ণ শরীর সহ বের হয়ে যায় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তার এতেকাফ বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি শরীরের অংশ বিশেষ বের হয় তাহলে অসুবিধা নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও এতেকাফ অবস্থায় স্বীয় মাথা বের করে দিতেন। মা আয়েশা (রা.) নিজ কক্ষে থেকেই রাসূলুল্লাহর মাথা ধুয়ে দিতেন। অতি প্রয়োজনীয় বিষয় যেমন ওজু,

গোসল, পানাহার, প্রস্রাব, পায়খানা ইত্যাদি কাজের জন্যে সর্বসম্মতিক্রমে বের হওয়া জায়েজ। যদি উল্লেখিত বিষয়াদি মসজিদের ভিতরে বসেই সম্পন্ন করা সম্ভব হয় তাহলে বের হওয়া যাবে না। এতেকাফ যদি এমন মসজিদে হয়, যাতে জুমআর নামাজ হয় না, তাহলে জুমআর জন্য জামে মসজিদে গমন করা ওয়াজিব।

*ওয়াজিব নয় এমন এবাদত যেমন জানাজায় অংশ গ্রহণ, অসুস্থকে দেখতে যাওয়া ইত্যাদি উদ্দেশ্যে বের হওয়া জায়েজ নেই।

এতেকাফকারীর জন্য অনুমোদিত এবাদত :

সব ধরনের এবাদতই এতেকাফকারীর জন্য অনুমোদিত। যেমন, নামাজ, কোরআন তিলাওয়াত, জিকির, দোয়া, ইসতেগফার, সালামের উত্তর দেয়া, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ, ফতোয়া প্রদান, ইলম শিক্ষা ইত্যাদি। এতেকাফকারীর জন্য পর্দা টানিয়ে লোকজন থেকে নিজেকে আড়াল করে নেয়া মোস্তাহাব। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতেকাফ করেছেন একটি তুর্কি তাঁবুতে যার প্রবেশ দ্বার ছিল একটি পাটি। মুসলিম

এতেকাফকারী প্রয়োজনীয় বিছানা-পত্র কাপড় ইত্যাদি সাথে নিয়ে নিবে। যাতে মসজিদ হতে বেশি বের হতে না হয়। এতেকাফকারীর জন্য মসজিদের ভেতরে পানাহার, ঘুমানো, গোসল, সাজগোজ, সুগন্ধি ব্যবহার, পরিবার-পরিজনের সাথে কথোপকথন ইত্যাদি সবই বৈধ। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সীমাতিরিক্ত না হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এতেকাফস্থলে তাঁর পত্নীগণের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

এতেকাফকারীর জন্য নিষিদ্ধ কাজসমূহ

*অতিরিক্ত কথা ও ঘুম, অহেতুক-কাজে সময় নষ্ট, মানুষের সাথে বেশি বেশি মেলা-মেশা ইত্যাদি কাজ যা এতেকাফের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে ব্যহত করে।

*ক্রয় বিক্রয় : কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। (সহি মুসলিম) তবে একান্ত প্রয়োজন হলে ভিন্ন কথা। যেমন এতেকাফকারী নিজের

পরিবারের খাদ্য জোগান দেয়ার উদ্দেশ্যে মসজিদের বাইরে ক্রয়-বিক্রয় করলে তাতে অসুবিধা নেই।

*কামভাব সহ স্ত্রী আলিঙ্গন : কেননা তা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম।

*বায়ু নি:সরণ : এটি মসজিদের আদবের পরিপন্থী। তাই পারতপক্ষে এ কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত।

লাইলাতুল কদর

কদর শব্দের অর্থ:

১। সম্মান করা : বিভিন্ন ফজিলতের কারণে এই রজনি সম্মানের অথবা যে ব্যক্তি উদ্‌যাপন করে সে সম্মানের পাত্র।

২। সংকীর্ণ করা: এ রজনিতে অধিক-হারে ফেরেস্তাগণের অবতরণ ও তাদের বিচরণের ফলে পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে পড়ে।

৩। নির্ধারণ করা : এ রজনিতে পরবর্তী বছরের ভাগ্য নির্ধারণ করা হয়।

লাইলাতুল কদরের ফজিলত

১। উক্ত রজনিতে মহান রব্বুল আলামিন কোরআনুল করিম অবতীর্ণ করেন, আল্লাহ তাআলা বলেন :—

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾القدر

‘নিশ্চয়ই আমি একে (কোরআন) অবতীর্ণ করেছি কদর রজনিতে।’

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, মহান আল্লাহ এ রজনিতেই লওহে মাহফুজ হতে প্রথম আসমানের বাইতুল ইজ্জতে পূর্ণ কোরআন নাজিল

করেন। অত:পর তেইশ বছর সময়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন পর্বে নাজিল করেন।

২। উক্ত রজনি হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾القدر

'লাইলাতুল কদর সহস্র মাস অপেক্ষা উত্তম।'

অর্থাৎ উক্ত রজনিতে এবাদত করা তিরাশি বছর চার মাস এবাদত করার চেয়ে উত্তম।

৩। উক্ত রজনি বরকতময়। আল্লাহ তাআলা বলেন:—

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ﴿٣﴾الدخان

'নিশ্চয় আমি একে অবতীর্ণ করেছি মুবারক তথা বরকতময় রজনিতে।'

৪। এ রজনিতে ফেরেস্তাগণ এবং জিবরাইল আমিন অবতীর্ণ হন। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন—

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾ القدر

'এতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফেরেস্তাগণ এবং রুহ (জিবরাইল) অবতীর্ণ হয় তাদের প্রতি পালকের নিদেশক্রমে।' সূরা কদর

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কদর রজনি সাতাশ অথবা উনত্রিশ তারিখের রজনি এবং নিশ্চয়ই ফেরেস্তাগণ ঐ রজনিতে পৃথিবীতে ছোট কঙ্করের সংখ্যার চেয়েও অধিক হারে অবতীর্ণ হয়।

৫। উক্ত রজনি শান্তির রজনি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন:—

سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥﴾ القدر

'শান্তিই শান্তি উক্ত রজনি উষার অভ্যুদয় পর্যন্ত।' সূরা কদর

৬। উক্ত রজনিতে এক বছরের ভাগ্য নির্ধারণ করা হয়। মহান আল্লাহ বলেন :—

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ﴿٣﴾ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿٤﴾ الدخان

নিশ্চয় আমি কোরআনকে একটি বরকতপূর্ণ রজনিতে অবতীর্ণ করি আর নিশ্চয় আমি ভয় প্রদর্শনকারী। এই রজনিতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়। সূরা দুখান : ৪

৭। উক্ত রজনি মাগফেরাতের রজনি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি কদর রজনিতে ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় এবাদতে অতিবাহিত করে তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

৮। উক্ত রজনিতে শয়তান বের হয় না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :—'এ রজনিতে শয়তানের বের হওয়ার অনুমতি নেই।'

৯। উক্ত রজনির সম্মানার্থে মহান রাব্বুল আলামিন একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা নাজিল করেছেন।

লাইলাতুল কদর তালাশ করা

রমজানের শেষ দশকে লাইলাতুল কদর তালাশ করা মোস্তাহাব তবে তা বে-জোড় রজনিতে হওয়া প্রায় নিশ্চিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:—

تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. رواه البخاري ٤/٢٥٩.

তোমরা লাইলাতুল কদর তালাশ কর রমজানের শেষ দশকের বে-জোড় রজনিগুলোতে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন:

التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى (البخاري)

তোমরা রমজানের শেষ দশকে লাইলাতুল কদর তালাশ কর। তা ঊনত্রিশ তারিখে হতে পারে, সাতাশ তারিখেও হতে পারে আবার পঁচিশ তারিখেও হতে পারে। (বোখারি)

তবে লাইলাতুল কদর হাসিল করার জন্য রমজানের শেষ দশকের প্রত্যেক রজনিতে এবাদত করা প্রয়োজন। এতেকাফ করতে পারলে আরো উত্তম।

বি:দ্র: লাইলাতুল কদর এ বেশি বেশি এবাদত, জিকিরও দোয়া করা মোস্তাহাব এবং বিশেষভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত দোয়া—

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ، تُحِبُّ العَفوَ فَاعفُ عَنِّي. رواه الإمام أحمد والترمذي

(আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন কারীমুন তুহিব্বুল আফওয়া ফাফু আন্নী) হে আল্লাহ ! আপনি ক্ষমাশীল, দয়াময়। ক্ষমাকে ভালোবাসেন তাই আমাকে ক্ষমা করুন। (আহমদ, তিরমিজি)

ফিতরার বিধান

ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত :—

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبوداود.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোজাদারকে অহেতুক অশালীন কথা ও কাজ থেকে পবিত্র করা এবং অসহায় মানুষের আহার

জোগান দেয়ার উদ্দেশ্যে জাকাতুল ফিতর-এর বিধান প্রবর্তন করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি ফিতরা ঈদের নামাজের পূর্বে আদায় করে

সেটি গ্রহণযোগ্য হয় এবং যে ঈদের নামাজের পর আদায় করে তা অন্যান্য সাধারণ সদকার মত হয়ে যায়। (আবু দাউদ)

যাদের উপর ফিতরা ওয়াজিব

জাকাতুল ফিতর প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)বলেন :—

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تودى قبل خروج الناس إلى الصلاة. رواه مسلم

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ‘সা খেজুর বা এক সা’ যবের পরিমাণ জাকাতুল ফিতর ফরজ করেছেন। (এক সা‘=দুই কেজি চল্লিশ গ্রাম) মুসলমান, গোলাম-আজাদ, নারী-পুরুষ ছোট-বড়, সবার উপর এবং ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে এটা আদায় করার আদেশ প্রদান করেন। (মুসলিম)

প্রত্যেক মুসলমান তার নিজের, স্বীয় স্ত্রীর এবং যাদের ভরন পোষণের দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত তাদের পক্ষ থেকেও ফিতরা আদায় করবে, যদি তারা অক্ষম হয়। ঈদের দিন ও রাতের খরচের অতিরিক্ত সম্পদ যে ব্যক্তির কাছে থাকবে তার উপর ফিতরা ওয়াজিব।

যে সকল জিনিস দ্বারা ফিতরা আদায় করা যায় : ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত :—

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير. رواه البخاري ومسلم

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সা’ পরিমাণ খেজুর বা এক সা’ পরিমাণ যব রমজানের জাকাতুল ফিতর ফরজ করেছেন। (বোখারি, মুসলিম)

এগুলো তখনকার খাদ্য ছিল যেমন আবু সাঈদ খুদরি রা. বলেন :

كنا نخرج يوم الفطر صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. رواه البخاري.

আমরা আমাদের খাবার দ্বারা ফিতরা আদায় করতাম তখনকার সময়ে আমাদের খাবার ছিল যব, কিশমিশ, পনির, খেজুর। (বোখারি)

ফিতরা আদায়কাল:

আদায় করার সময় দু’টি : ১-উত্তম সময় ২-জায়েজ সময়।

১-ফিতরা আদায় করার উত্তম সময় হচ্ছে ঈদের দিন সকালে ঈদের নামাজের পূর্বে। ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন—

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. رواه مسلم

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের নামাজে বেরোবার পূর্বেই ফিতরা আদায় করার আদেশ প্রদান করেন। এ কারণে ঈদুল ফিতরের নামাজ একটু বিলম্বে পড়া মোস্তাহাব। ঈদের এক বা দু’ দিন পূর্বে আদায় করা জায়েজ। যেমনটি করেছেন ইবনে উমর রা.। (সহি বোখারি)

ফিতরা আদায়ের স্থান

ফিতরা নিজ এলাকার অসহায় লোকদের মাঝে বণ্টন করতে হয়। ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিও প্রয়োজন অনুসারে ফিতরা গ্রহণ করতে পারবে। একজন দরিদ্রকে একাধিক লোকের ফিতরা দেয়া যেতে পারে। আবার একাধিক দরিদ্র লোকের মাঝেও একভাগ ফিতরা বণ্টন

করা যেতে পারে। দরিদ্র ব্যক্তি অন্য লোকের কাছ থেকে গ্রহণ করে নিজের ফিতরা আদায় করতে পারবে।

ঈদের আদব ও আহকাম

ঈদ শব্দের অর্থ বারবার ফিরে আসা। ঈদের দিন আল্লাহ তাআলা অনেকগুলো অনুগ্রহ যেমন নিষেধ করার পর আবার দিনে পানাহারের অনুমতি প্রদান, ফিতরা আদায় করার সুযোগ দান ইত্যাদি বার বার ফিরে আসে।

ঈদের বিধান আমাদের জন্য আল্লাহর রহমত ও দয়া স্বরূপ। আনাস রা. থেকে বর্ণিত—

أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود.

যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করলেন, তখন মদিনাবাসীর জন্য দু'টি নির্ধারিত দিন ছিল, যাতে তারা খেলাধুলা ও আনন্দ-ফুর্তি করত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে দু'টি দিন সম্পর্কে জানতে চাইলে তারা উত্তর দিল আমরা জাহেলি যুগে এ দু'টি দিনে খেলাধুলা করতাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তোমাদের জন্যে ঐ দু'টি দিনকে আরো উত্তম দিন দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তাহল ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা।

এ দু'টি দিনের কিছু আদব ও আহকাম রয়েছে :—

১-ঈদের দিন গোসল করা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া মোস্তাহাব। সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব রা. বলেন :—

سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال. رواه الفريابي وصححه الألباني

ঈদুল ফিতরের দিন তিনটি কাজ করা সুন্নত। ইদগাহের দিকে পায়ে হেঁটে যাওয়া। বের হওয়ার পূর্বে কিছু আহার করা ও গোসল করা। (ফারয়াবী, আলবানী একে সহি বলেছেন)

২- দু' ঈদের দিন রোজা রাখা হারাম। আবু হুরায়রারা থেকে বর্ণিত

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الأضحى، ويوم الفطر.رواه مسلم

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'দিনে রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন ।ঈদুল ফিতরের দিন ঈদুল আজহার দিন। (মুসলিম)

৩। দু' ঈদের রাত আরম্ভ হওয়ার পর থেকে ঈদের নামাজ পর্যন্ত উচ্চ:স্বরে তাকবীর বলা—

ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى، وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة، قطع التكبير. رواه ابن أبي شيبة وصححه الألباني.

একথা প্রামাণ্য যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে পৌঁছে নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত তাকবীর বলতেন। যখন নামাজ আদায় করতেন, তার পর আর তাকবীর বলতেন না। (ইবনে আবী শাইবাহ, আলবানী একে সহি বলেছেন।)

৪- ঈদের নামাজ পড়া ওয়াজিব। আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿٢﴾ الكوثر

আপনি আপনার প্রভুর জন্য নামাজ পড়ুন এবং কুরবানি করুন। (সূরা কাউসার)

৫- ঈদের নামাজের পূর্বে ও পরে ইদগাহে কোন নফল নামাজ নেই।

৬- সাহাবায়ে কেরামগণ ঈদের দিন শুভেচ্ছা বিনিময় করতেন এবং বলতেন :—

تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنكَ. (حسنه ابن حجر في الفتح)

আমদের পক্ষ হতে এবং তোমার পক্ষ হতে আল্লাহ কবুল করুন। (ইবনে হাজার একে হাসান বলেছেন।)

৭-আত্মীয়তা বজায় রাখা ও নিকট আত্মীয়দের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া।

শাওয়াল মাসের রোজা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের রোজার পর শাওয়ালের ছয়টি রোজা রাখতেন। আবু আইয়ুব আল আনসারি রা. হতে বর্ণিত: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

من صام رمضان، ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم.

যে ব্যক্তি রমজানের রোজা রাখল, অত:পর শাওয়ালে ছয়টি রোজা রাখল, সে যেন (পূর্ণ) এক বছর রোজা রাখল। (মুসলিম)

আবু আইয়ুব আল আনসারি(রা.) এ হাদিসের বিশ্লেষণ করে বলেছেন:—

صيام رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين، فذلك صيام السنة.

রমজানের রোজার বিনিময়ে দশ মাস এবং শাওয়ালের রোজার বিনিময় দু' মাস—মোট এক বছরের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে।

কেননা একটি সৎকাজের বিনিময় হচ্ছে দশ নেকি যা কোরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত।

মাসআলাঃ যে ব্যক্তি শাওয়ালের রোজা রাখবে সে প্রথমে রমজানের কাজা আদায় করে নিবে, যদি তার দায়িত্বে রমজানের কাজা থেকে থাকে। এরপর শাওয়ালের রোজা রাখবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসে এর প্রমাণ রয়েছে।

মাসআলা ঃ শাওয়ালের ছয় রোজা ধারাবাহিকভাবে অথবা বিরতি দিয়েও রাখতে পারবে।

রমজান অতিক্রান্ত হলে

আমরা বিদায় জানাচ্ছি মাহে রমজানকে। এই তো বিদায় দিচ্ছি কোরআন তিলাওয়াত, তাকওয়ার অনুশীলন, ধৈর্য, জিহাদ, রহমত, মাগফিরাত ও মুক্তি লাভের মুবারক মাসটিকে। তাহলে কি আমরা প্রকৃত তাকওয়া অর্জন করতে পেরেছি? আমরা কি সর্ব-প্রকার জিহাদে নিজেদেরকে অভ্যস্ত করতে পেরেছি। রহমত, মাগফিরাত ও মুক্তি লাভের উপযোগী আমল করার চেষ্টা করেছি?

রমজানের শিক্ষা

মাহে রমজান একটি ঈমানী পাঠশালা, সারা বছরের পাথেয় উপার্জন, সারা জীবনের মাকসাদকে শানিত করার জন্যে এটি একটি রুহানি ময়দান। যে ব্যক্তি মাহে রমজানে নিজেকে সংশোধন করতে পারল না সে আর কখন নিজের জীবন গঠন করবে ?

মাহে রমজানই এমন একটি প্রতিষ্ঠান যাতে আমরা নিজেদের আমল, শরিয়ত পরিপন্থী আচার ব্যবহার পরিত্যাগ ও চরিত্র সংশোধন করে নিতে পারি। আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴿١١﴾الرعد

নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ পর্যন্ত কোন জাতির পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদেরকে পরিবর্তন করে নেয়। (রা'দ: ১১)

যদি তুমি সত্যিকার অর্থে রমজান পেয়ে লাভবান হয়ে থাক আর মোত্তাকিদের গুনাবলী অর্জন করে রোজা, তারাবির নামাজ সম্পাদন করে থাক, তাহলে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা কর। তার শোকর আদায় কর এবং তার কাছে মৃত্যু পর্যন্ত অটল থাকার তাওফীক কামনা কর।

তুমি ঐ নারীর মত হয়ও না, যে নাকি সুতা দিয়ে সুন্দর করে সুয়াটার বুনল, যখন তা তাকে আকৃষ্ট করল, তখন একটি একটি করে সুতা খুলে ফেলতে লাগল। মানুষ তার সম্পর্কে কী মন্তব্য করবে? রমজান শেষে যে পুনরায় গুনাহের দিকে ফিরে গিয়ে নেক আমল ছেড়ে দেয়, তার অবস্থাতো ঐ নারীর মতই। আনুগত্য ও মুনাজাতের স্বাদ পাওয়ার পরেও পুনরায় গুনাহ ও অপরাধের দিকে কীভাবে ফিরে যায়?

সুহৃদয় পাঠক বর্গ ! আমরা রমজানে আল্লাহর সাথে যে ওয়াদা করেছি তা ভঙ্গ করার অনেক চিত্র সমাজে ফুটে উঠেছে। যেমন :

১। ঈদের দিনেই জামাতে নামাজ আদায় ছেড়ে দেয়া। তারাবির মত সুন্নত নামাজে মসজিদ ভরা মুসল্লি থাকার পর এখন ফরজ নামাজের সময়ই মুসল্লির সংখ্যা খুব কমে যাওয়া।

২। গান-বাদ্য ও সিনেমা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাওয়া।

৩। বেহায়া ও বেলেল্লাপনার সাথে হাট-বাজারে ও পার্কে ছেলে-মেয়েদের সহাবস্থান—ইত্যাদি।

তাহলে কি এভাবেই আমরা মাহে রমজানকে বিদায় জানাব ?

এত বড় নেয়ামতের এটাই কি শোকর আদায়, এটাই কি আমল কবুল হওয়ার নিদর্শন ? নিশ্চয় নয়। বরং এটা আমল কবুল না হওয়ার আলামত। কেননা প্রকৃত রোজাদার ঈদের দিন রোজা ছেড়ে দিয়ে আনন্দিত হবে এবং রোজা পূর্ণ করার তাওফীক পাওয়ার দরুন তার প্রতিপালকের প্রশংসা করবে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। সাথে সাথে এই ভয়ে কাঁদবে যে, না জানি আমার রোজা কবুল হয়নি। আমাদের

পূর্বসূরীগণ মাহে রমজানের পর ছয় মাস পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে কেঁদে কেঁদে রোজা কবুল হওয়ার দোয়া করতেন। আমল কবুল হওয়ার

আলামত হল, পূর্ববর্তী অবস্থার চেয়ে বর্তমান অবস্থা উন্নত হওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন :—

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾ الحجر

মৃত্যু পর্যন্ত তোমার রবের এবাদত কর। (সূরা আল-হিজর:৯৯) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :—

قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم

বল বিশ্বাস স্থাপন করলাম আল্লাহর প্রতি, এবং অবিচল থাক। (মুসলিম)

সত্যিকার মোমিন বান্দা সর্বদাই আল্লাহর এবাদত করবে। কোন নির্দিষ্ট মাস, জায়গা অথবা জাতির সাথে মিলে আমল করবে না, বরং সর্বদা সে এবাদত করবে। মোমিন বান্দা মনে করবে যিনি রমজানের প্রভু তিনি অন্যান্য সকল মাসেরও প্রভু। তিনি সকল কাল ও স্থানের প্রভু। রমজান শেষ হয়ে গেলেও শাওয়ালের ছয় রোজা, আশুরা, আরাফা, সোমবার, বৃহস্পতিবার ইত্যাদি নফল রোজা রয়েছে। তারাবীহের নামাজ শেষ হয়ে গেলেও তাহাজ্জুদ নামাজ বাকি আছে সারা বছর। অতএব নেক আমল সব সময় সব জায়গাতেই করা যায়। হে ভাই ! তুমি নেক আমলের চেষ্টা করতে থাক। অলসতা কর না। যদি তুমি নফল আদায় করতে না চাও, তাহলে কমপক্ষে ফরজ ওয়াজিব ছেড়ে দিয়ো না। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে আদায় করা এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দ্বীনের উপর অটল থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন!

সমাপ্ত